দুটি কবিতা

জামিল হাসান সুজন

এক

মনে পড়ে, রুবী রায়।

রুবী রায়কে যতই চিৎকার করে ডাকোনা কেন
শুনবেনা সে, আসবেনা সে কখনও কোন দিন।

রোদ জ্বলা দুপুরে অথবা
দ্বীপ জালা সন্ধ্যায়
যতই ভাবোনা তার কথা
যতই লেখনা কবিতা পাতায় পাতায়
সে তোমার বন্ধু হবেনা কখনও।
জানতেই পারবেনা- কী গভীর ভালবাসা হৃদয়ে নিয়ে
প্রতীক্ষায় আছো নিশি দিন।

রুবী রায় বসবাস করে নিজস্ব জগতে
অপার রহস্য আর মায়া মরীচিকার
জাল ছিন্ন হবেনা কোন দিন।

ক্লান্ত, বিষণ্ন সন্ধ্যায় একাকী নির্জনে
কান্নার দমকে যখন তুমি প্লাবিত
মনে রেখ, কেউ তোমাকে ফিরিয়ে দেবেনা
সেই মাধবী ঝরা বসন্ত রাত অথবা
অদম্য, দূর্নিবার, অমোঘ, দুরন্ত কৈশোর।

দুই

এক ঘর মানুষের মাঝে
মায়াবতী হঠাৎ ডেকে বলে,
প্লীজ যাবেন না চলে
আমি যে একা হয়ে যাব।

তুমি তো একাই ছিলে এত দিন,
একা একা সযত্নে লালন করেছ
মেকী সুখ ভোগ আর
অযাচিত দুঃখভার।

তুমি তো একাই ছিলে এতকাল।

তুমি আমার কেউ ছিলেনা কোন দিন,
কেউ হবেনা কোন কালে।

কিসে তোমায় একা করলো?

এই যে এক ঘর মানুষ, সৌখিন চুরিদার জামা
জৌলুসপূর্ণ উচ্চকিত জীবন।
কিসে তোমায় ক্লান্ত করলো?

কিসে তোমার ভুল ছিল,
শোধরানোর উপায় নেই যে আর
সুহাসিনী।

এবার যে যেতে হবে ঐ পারে।
যাবার আগে আমাকে দেখ

সত্যের মত
যেমন প্রদীপ- সূর্যের মত।
যেমন হাওয়া বয় মমতা ঝরিয়ে
বাদল মেঘের পালক সরিয়ে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২৮/০৫/২০১০

জামিল হাসান সুজনের আগের লেখা এবং কবিতাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন